সংবাদ

তারিখ [illegible] OCT 2016
পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৩

বাগেরহাটে অব্যবস্থাপনা-দুর্নীতির মধ্য দিয়ে চলছে প্রাথমিক শিক্ষা

প্রতিনিধি, বাগেরহাট

যথাযত জবাবদিহিতা না থাকায় অব্যবস্থাপনা আর দুর্নীতির মধ্য দিয়ে চলছে বাগেরহাটের প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা। ফলে একদিকে প্রতারিত হচ্ছে সাধারণ শিক্ষকরা অন্যদিকে কোমলমতি শিশুরা বঞ্চিত হচ্ছে মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ থেকে। প্রাথমিক শিক্ষার দুরবস্থা নিয়ে জেলার মংলা উপজেলার শিক্ষক সমিতিসহ সাধারণ শিক্ষকরা জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তাসহ বিভিন্ন দপ্তরে আবেদন করেছে। জানা গেছে, মংলা উপজেলায় বর্তমানে ৭০টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। এর মধ্যে ৩২টি পুরাতন সরকারি ও ৩৮টি নতুন জাতীয়করনকৃত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। এ বিদ্যালয়গুলোতে প্রায় ১২ হাজার শিক্ষার্থী পড়া-লেখা করে। প্রাথমিক শিক্ষার তদারকি করার জন্য মংলা উপজেলায় রয়েছেন ১ জন উপজেলা শিক্ষা অফিসার ও ৩ জন সহকারী শিক্ষা অফিসার। অভিযোগ উঠেছে, সিনিয়র সহকারী শিক্ষা অফিসার পুষ্পজিৎ মণ্ডল মংলার বিদ্যারবাহন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জনৈক সহকারী শিক্ষিক লাবণী মণ্ডলকে বিবাহ করে মংলার দ্বিগরাজ এলাকায় বাড়ি করেন। তিনি সরকারি বিধানবহির্ভূত নিজ বাড়ির এলাকায় পোস্টিং নিয়ে মংলার জামাই পরিচয় দিয়ে দেদারছে চাঁদবাজি চালিয়ে যাচ্ছে। তিনি প্রতি বিদ্যালয়ের স্লিপ ও সিএফএস বরাদ্দ থেকে ভ্যাট বাদ দিয়ে বিল করলেও পুনরায় প্রতি প্রধান শিক্ষকের নিকট থেকে অনৈতিকভাবে ৫ থেকে ৬ হাজার টাকা হারে প্রায় সাড়ে ৪ লাখ টাকা হাতিয়ে নিয়েছেন। ওই কর্মকর্তা বিভিন্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বদলি ও ডেপুটেশনের প্রস্তাব দিয়ে ১০ থেকে ২০ হাজার টাকা হাতিয়ে নিচ্ছেন। এছাড়াও পুষ্পজিৎ মণ্ডল ক্লাস্টার ট্রেনিংয়ের টাকা খরচ না করে যে বিদ্যালয়ে ট্রেনিং আয়োজন করেন সেই বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের নিকট থেকে খাবারের ব্যবস্থা করে কোনো ভাবে ট্রেনিং করিয়ে বরাদ্দকৃত টাকার সিংহভাগ তিনি আত্মসাৎ করেন। এখানেই তার দুর্নীতি শেষ নয়। পরীক্ষার ফি, প্রশ্নপত্র বিতরণ ও তাদের গাড়ির তেল ও বিভিন্ন ভ্রমণের ভুয়া বিল করে হাজার হাজার টাকা আত্মসাৎ করেন তিনি। তার এহেন অপরাধ কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে কোন শিক্ষক প্রতিবাদ করলে তাকে দেখে নেয়ার হুমকি দেন ওই কর্মকর্তা। জেলা শিক্ষা অফিসের সাথে যোগসাজশ করে পুষ্পজিৎ মণ্ডল এ অপকর্ম করছে বলেও সাধারণ শিক্ষক'রা অভিযোগ তুলেছেন। ইতোমধ্যে তিনি ক্ষমতার অপব্যবহার করে মিটিং চত্বরে উপস্থিত হওয়া প্রধান শিক্ষকদের বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখে কতিপয় শিক্ষকদের নিয়ে মিটিং শুরু করেন। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে মংলার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অধিকাংশ প্রধান শিক্ষকরা ওই শিক্ষা অফিসারের শাস্তির দাবি করে আল্টিমেটাম দিয়েছে। আল্টিমেটামের মধ্যে রয়েছে, আগামী ১৭ অক্টোবর সকল বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকরা বিদ্যালয়ে গিয়ে যাবতীয় সরকারি কর্মকাণ্ড চেয়ারে না বসে দাঁড়িয়ে পালন করবেন। চলতি অক্টোবরের মাসিক মিটিং তারা দাঁড়িয়ে করবেন। এছাড়া উক্ত দুর্নীতিবাজ শিক্ষা কর্মকর্তার অপসারণ না হওয়া পর্যন্ত তারা বিভিন্ন কর্মসূচি চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন। এছাড়া মংলার দুর্নীতিবাজ শিক্ষা কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিদ্যালয় ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি ও নির্যাতিত শিক্ষকদের পক্ষ থেকে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তাসহ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দপ্তরে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। এ ব্যাপারে সরকারি প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির নেতৃবৃন্দের সাথে আলাপ করলে তারা জানান, বর্তমানে মংলায় কর্মরত সহকারী শিক্ষা কর্মকর্তারা ঘুষ আর দুর্নীতির রাম-রাজত্ব কায়েম করেছেন। কেউ তাদের বিরুদ্ধে মুখ খোলার সাহস পান না। যদি কেউ মুখ খোলেন তাকে অনেক দূরে বদলি করিয়ে হয়রানী করেন। তাছাড়া তাকে বিভাগীয় মামলা দিয়ে হয়রানী করার হুমকি দেন। এ ব্যাপারে সহকারী উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা পুষ্পজিৎ মণ্ডলের সাথে স্থানীয় সংবাদকর্মীরা আলাপ করলে তিনি ভ্যাটের টাকা নেয়ার কথা ও ক্লাস্টারর কিছু অনিয়মের কথা স্বীকার করেন। তবে অন্য দুর্নীতির কথা তিনি অস্বীকার করেন। উপজেলা শিক্ষা অফিসার মোসাঃ শামসুন্নাহারের সাংবাদিকদের জানান সহকারী শিক্ষা অফিসারদের বিরুদ্ধে তিনি শিক্ষক ও সভাপতিদের মাধ্যমে অভিযোগ পেয়েছেন। এ বিষয়ে তিনি উর্ধতন কর্তৃপক্ষের সাথে আলাপ করে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। একই সাথে মংলার প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে বেগবান করতে তিনি উপজেলা চেয়ারম্যান ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সাথে আলাপ করে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা করার আশ্বাস দেন।